১ ডিসেম্বর ২০১৩

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৩

বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা রাজনৈতিক সংঘাতকে তীব্রতর করেছে

***অধিকার* এর প্রতি হয়রানিমূলক আচরণ অব্যাহত**

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

পক্ষপাতিত্বমূলক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (সংশোধন ২০১৩) পাস

পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যু

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশ গ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। অধিকার হয়রানীর মুখে থেকেও এই পরিস্থিতিতে ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা রাজনৈতিক সংঘাতকে তীব্রতর করেছে

১. দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অমিমাংসীত রাজনৈতিক বিরোধের কারণে রাজনৈতিক সহিংসতা তীব্র আকার ধারন করেছে। ফলে ব্যপক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটছে। এক দিকে পুলিশের নির্বিচার গুলি ও সংঘর্ষে বিরোধীদলীয় নেতা কর্মী এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানী ঘটছে, অপর দিকে যানবাহনে পেট্রোল বোমা ও আগুন ধরিয়ে দেয়ার কারণেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। এছাড়া শিশুরাও রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের হতাহতের এই দায় সরকার ও বিরোধী দল কেউই নিচ্ছেনা, বরং একে অপরকে দোষারোপ করছে। এই মাসে বিএনপির কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ ১৮ দলীয় জোটের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। গত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ বিরোধীদলের সঙ্গে কোনোরকম রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়াই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই দেশব্যাপী সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের মধ্যে দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৪ ভোটগ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণায় নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুকদের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ২ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়েছে। এদিকে ২৫ তারিখ রাতে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে ২৬ নভেম্বর ভোর ৬টা থেকে ২৮ নভেম্বর ভোর ৬টা পর্যন্ত ৪৮ ঘন্টার অবরোধ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এই অবরোধ ২৯ নভেম্বর ভোর ৫টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ৭১ ঘন্টার এই অবরোধের সময় এক বিজিবি সদস্যসহ অন্তত ২০ জন নিহত হন। এরপর ২৯ নভেম্বর রাতে বিএনপি অফিসে এক সংবাদ সম্মেলন ডেকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ একতরফা নির্বাচনের তফসিল বাতিল, বিএনপির মূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ১৮ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৩ সকাল ৬টা থেকে থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১৩ সকাল ৬টা পর্যন্ত মোট ৭২ ঘন্টার অবরোধের ঘোষণা দেন। নভেম্বর মাসের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও এর ফলশ্রুতিতে মানবাধিকার লংঘনের কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল:

২. নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের ডাকে দ্বিতীয় দফা টানা ৬০ ঘন্টা হরতালের সময় গত ৪ নভেম্বর লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার ধরলা ব্রিজের ওপরে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সঙ্গে ১৮ দলীয় জোটের সমর্থক হরতালকারীদের সংঘর্ষ বাঁধলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গুলি চালায়। এই সময় বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং

পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে পাটগ্রাম পৌরসভা বিএনপির প্রচার সম্পাদক নাছির উদ্দিন (২৫) পুলিশের গুলিতে মারা যান। এই ঘটনায় পুলিশসহ উভয়পক্ষের কমপক্ষে ২০ জন আহত হন।[১]

৩. ১৮ দলীয় জোটের ৬০ ঘন্টার হরতাল শেষ হবার পর গত ৮ নভেম্বর ২০১৩ বিএনপি এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির তিন সদস্য মওদুদ আহমেদ, রফিকুল ইসলাম মিয়া, এম কে আনোয়ার এবং উপদেষ্টা আব্দুল আওয়াল মিন্টু ও বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়ার কার্যালয় ও বাসভবনের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এর ফলে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১০ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর[২] পর্যন্ত বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট ৮৪ ঘন্টার হরতালের ডাক দেয়।

৪. গত ১৬ নভেম্বর ২০১৩ সীতাকুন্ডে কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১৮ দলীয় জোট পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সমাবেশ শেষ করে মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এই সময় ১৮ দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে মিছিল করতে চাইলে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে। প্রতি উত্তরে তারাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এই ঘটনায় স্থানীয় জামায়াতের আমীর শফিকুল মাওলা, সেক্রেটারি মোঃ আবু তাহের এবং পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং পথচারী নারীসহ মোট ১৩ জন আহত হন। র‍্যাব ও পুলিশের সঙ্গে ১৮ দলীয় জোটের কর্মীদের সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৮ দলীয় জোটের অন্য কর্মীরা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। ফলে সেখানে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে ১৮ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হন।[৩]

৫. গত ২০ নভেম্বর ২০১৩ ঢাকার শাহীনবাগে অবস্থিত সিভিল এ্যাভিয়েশন স্টাফ কোয়ার্টারে কুড়িয়ে পাওয়া হাতবোমার বিস্ফোরণে তোফাজ্জল ও লোকমান নামের দুটি শিশু গুরুতরভাবে আহত হয়। এর আগে ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহরের আমবাগান ঝাউতলা এলাকায় নয় বছর বয়সী শিশু সুরমা ও আরেকজন শিশু লাল মিয়া হাতবোমার বিস্ফোরণে আহত হয়।[৪] সিভিল এ্যাভিয়েশন উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তোফাজ্জল ঘটনার দিন ঝোঁপের ভেতরে একটি বলসদৃশ্য লাল স্কচটেপে মোড়ানো বস্তু খুঁজে পায়। বস্তুটি হাতে নিয়ে ঝাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গেই তা বিস্ফোরিত হয়। এই সময় তোফাজ্জলের পাশে থাকা লোকমানও আহত হয়। এই ঘটনায় তোফাজ্জল তার ডান হাতের আঙ্গুল হারিয়েছে এবং লোকমানের বাম হাতের কব্জি ঝলসে গেছে।[৫]

৬. ২৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণার পরপরই রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ মহাসড়কের বিভিন্নস্থানে ১৮ দলের নেতাকর্মীরা অবরোধ করে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চালায়। সন্ধ্যার পর থেকেই জেলায় জেলায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় ১৮ দলের সমর্থক নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় হাতবোমার বিস্ফোরণসহ

[১] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৫/১১/২০১৩
[২] দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০/১১/২০১৩
[৩] দৈনিক প্রথম আলো ১৭/১১/২০১৩
[৪] মানবাধিকার কর্মী, অধিকার
[৫] দি ডেইলি স্টার ২১/১১/২০১৩

যানবাহনে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে এবং বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আগুন লাগানো হয়। ঐ দিন সন্ধ্যার পর থেকেই রাজধানী ঢাকা সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৭. গত ২৫ নভেম্বর তফসিল ঘোষণার পরেই কুমিল্লায় মিছিল করার সময় দেলোয়ার হোসেন নামের ছাত্রদলের এক কর্মী পুলিশের গুলিতে মারা যান।[৬]

৮. গত ২৮ নভেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের ৭১ ঘন্টার অবরোধ চলাকালে ঢাকার শাহাবাগে একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনায় নাহিদ মোড়ল নামে এক স্কুল ছাত্র ও রবিন মুন্সী নামে এক গার্মেন্টস শ্রমিক মৃত্যুবরন করেন এবং এই ঘটনায় এই দুই জন সহ ১৯ জন দগ্ধ হন।[৭] এই ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটকে দায়ী করে বলা হয় যে তারা রাজনৈতিক সংঘাতকে ঘনীভূত করার জন্য এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। অপরদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দাবি করেছেন, বিরোধীদলের আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সরকারের এজেন্টরা গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে।[৮] রাজধানীর শাহবাগে গাড়ি পোড়ানোর এই ঘটনায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ২৯ নভেম্বর শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৯]

৯. ৩০ নভেম্বর ভোর আনুমানিক পৌনে চারটায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য বেলাল আহমেদকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তার অভিযানে পুলিশ সদস্যরা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ভাংচুর করা সহ দুটি টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরা ভাংচুর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১০] এর আগে গত ২৫ নভেম্বর রাত আনুমানিক ৯টায় বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আ স ম হান্নান শাহকে রাজধানীর গুলশান এলাকার জাপান দূতাবাসের সামনে থেকে আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।[১১] এরপর গত ২৬ নভেম্বর মহানগর হাকিম তারেক মইনুল ইসলাম ভুঁইয়া হান্নান শাহকে গোয়েন্দা পুলিশের আবেদন অনুযায়ী দুই দিনের রিমান্ডে পাঠান।[১২]

১০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৫২ জন নিহত এবং ৪২১৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতার সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। এই সময়ে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করায় ১২ জন মারা যান। এছাড়া পেট্রোল বোমা ও আগুনে পুড়ে অন্তত ১১৬ জন আহত হন।

১১. *অধিকার* চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, বর্তমান সংকাটপন্ন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য অবিলম্বে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে

[৬] *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মী, কুমিল্লা
[৭] দি ডেইলি স্টার, ৩০/১১/২০১৩
[৮] কালের কণ্ঠ, ২৯/১১/২০১৩
[৯] ইত্তেফাক, ২৯/১১/২০১৩
[১০] প্রথম আলো, ৩০/১১/২০১৩
[১১] মানবজমিন, ২৬/১১/২০১৩
[১২] প্রথম আলো, ২৭/১১/২০১৩

আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান বের করতে হবে। দেশে বর্তমানে যে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তার প্রধান দায়ভার সরকারের ওপরেই বর্তায়। সরকারকে নিবর্তনমূলক নীতি পরিহার করে সংলাপের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। কারণ আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নামে অত্যধিক বলপ্রয়োগের ঘটনাগুলোতে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। অপরদিকে বিরোধী দলকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে; যেন তাদের কর্মসূচীর কারনে সাধারণ নাগরিকদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি না হয়।

অধিকার এর প্রতি হয়রানিমূলক আচরণ অব্যাহত

অধিকার এর সেক্রেটারী আটক এবং পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ মাধ্যম

১২. হেফাজত ইসলামের সমাবশকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকাগুলোতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত ৫-৬ মে ২০১৩ বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায়। *অধিকার* এই বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ১০ আগস্ট *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিধিবহির্ভূতভাবে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা তুলে নিয়ে যাবার পর থেকেই এক শ্রেণির সরকার সমর্থক মিডিয়া *অধিকার* এর প্রতিবেদন নিয়ে অসত্য ও বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রকাশ করছে। *অধিকার* বহুবার উল্লেখ করেছে যে, একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠিত হলে *অধিকার* তদন্ত কমিশনের কাছে নিহতদের ৬১ জনের তালিকাসহ যাবতীয় তথ্য হস্তান্তর করবে। সরকারের বিরুদ্ধে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ থাকায় *অধিকার* ভিক্টিম পরিবারগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে সরকারের হাতে নিহতদের ৬১ জনের তালিকা দিতে রাজী হয়নি। কিন্তু ডিবি পুলিশ ১১ আগস্ট *অধিকার* অফিস থেকে তিনটি ল্যাপটপ এবং দুইটি সিপিইউ জব্দ করে সেখান থেকে প্রাপ্ত ড্রাফট তালিকা থেকে নিহতদের নাম ও ঠিকানা বিভিন্ন সংবাদপত্রকে প্রদান করে, যা *অধিকার* এর পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত তালিকা নয়। অথচ ড্রাফট থেকে প্রাপ্ত তথ্য *অধিকার* এর চূড়ান্ত তালিকা বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। *অধিকার* বারবার এর প্রতিবাদ জানালেও সরকার সমর্থনপুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলো তা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেই চলেছে। অপরদিকে নভেম্বর মাসে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির গঠিত 'গণ তদন্ত কমিশন' ৫-৬ মে'র ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৫-৬ মে'র ঘটনায় মোট ৩৯ জন নিহত হয়েছেন; যা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নিহতের সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বেশি।

অধিকার এর পরিচালক জামিন পেলেও কারাগার থেকে মুক্তি পাননি

১৩. গত ৫-৬ মে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদন এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অধিকার এর সম্পাদক আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর

পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এর অধীনে সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। গত ১১ সেপ্টেম্বর নাসির উদ্দিন এলান এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ১০ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তাঁকে চার সপ্তাহের জন্য গ্রেপ্তার এবং হয়রানি না করার জন্য আদেশ জারি করার পর নাসির উদ্দিন এলান গত ৬ নভেম্বর সাইবার ক্রাইমস ট্রাইবুনালে হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারক শামসুল আলম জামিন আবেদন নাকচ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গত ১০ নভেম্বর হরতালের কারণে এলানকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা না হলে ট্রাইবুনালের বিচারক জামিন আবেদন না শুনেই আদালত মুলতবি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৭ নভেম্বর মামলার পরবর্তী তারিখ, ২৪ নভেম্বর চার্জ গঠন এবং জামিন আবেদন শুনানির দিন ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য এর আগে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইবুনালে পর্যাপ্ত লোকবল নিয়োগ না দেয়ায় এবং দাপ্তরিক জটিলতার কারণ দেখিয়ে আদিলুর এবং এলানের আইনজীবীদের অর্ডারের সার্টিফাইড কপি দেয়া হয়নি। এরমধ্যে ২০ নভেম্বর ২০১৩ এলানের জামিনের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করা হলে এ্যাটর্নি জেনারেল এর পক্ষ থেকে শুনানীর জন্য সময় নেয়া হয়। ফলে হাইকোর্ট বিভাগে নাসির উদ্দিন এলানের জামিনের আবেদন বিলম্বিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে গত ২৪ নভেম্বর বিকেল ৩:০০টায় হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি বোরহান উদ্দিন এবং বিচারপতি কামরুল কাদের সমন্বিত ডিভিশন বেঞ্চ *অধিকার* এর পরিচালক নাসির উদ্দিন এলানকে ছয় মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেন। জামিন শুনানীতে ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মামুন এলানের জামিন আবেদনের বিরোধীতা করে বলেন, জামিনে মুক্তি পেলে তিনি মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ ধ্বংস করাসহ বিদেশে পালিয়ে যাবেন। উল্লেখ্য যে, গত ৮ অক্টোবর ২০১৩ *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে একই কারণ দেখিয়ে অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল মমতাজউদ্দিন ফকির তাঁর জামিন আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন। এলানের আইনজীবীরা আদালতে উল্লেখ করেন যে, কোন কারণ উল্লেখ না করেই সাইবার ক্রাইমস ট্রাইবুনালের বিচারক শামসুল আলম এলানের জামিন আবেদন নাকচ করেনঃ যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এর ৭১ ধারার লঙ্ঘন। এছাড়াও এলানকে কাশিমপুর-২ কারাগার থেকে হাতকড়া পড়িয়ে সাইবার ক্রাইমস ট্রাইবুনালে উপস্থিত করানো হয়, যা মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পাওয়া সত্ত্বেও ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এলানকে কাশিমপুর-২ কারাগারে আটক রাখা হয়। জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাঁরা এলানের জামিনের কাগজপত্র পেয়েছেন, কিন্তু এ্যাটর্নী জেনারেল অফিস এর পক্ষ থেকে এডভোকেট অন রেকর্ড সুফিয়া খাতুন স্বাক্ষরিত এলানের মুক্তি না দেয়া প্রসঙ্গে একটি 'নির্দিষ্ট নির্দেশনা'ও পেয়েছেন।

মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ

১৪. বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো যে, এই দেশের অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান সরকার বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে। আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কাশিমপুর-২

কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও ১৩টি বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক্স চ্যানেলের অনুমোদন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, যেগুলোর মালিকদের প্রায় সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রবাহ ব্যাহত হবে যদি শুধু সরকার দলীয় ব্যক্তিদেরই টিভি ও রেডিওর লাইসেন্স দেয়া হয়।[১৩]

১৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে নভেম্বর মাসে ২০ জন সাংবাদিক আহত, দুই জন লাঞ্ছিত, তিন জন হুমকির শিকার এবং চার জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অভিযোগ রয়েছে।

১৬. গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীর স্টেশন রোডে হাতবোমা বিস্ফোরণের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের সময় পত্রিকার যুগ্ম বার্তা সম্পাদক গোলাম মাহবুব লিটন, চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরাম্যান শামসুল আলম বাবু ও দেশ টিভির ক্যামেরাম্যান মোহাম্মদ হাসান আহত হন।[১৪]

১৭. গত ৯ নভেম্বর ফোকাস বাংলার ফটো সাংবাদিক মোশারফ হোসেন (২৫) পুলিশের শটগানের গুলিতে আহত হন। এর ফলে তাঁকে একটি চোখ হারাতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে থাকা গাজী টেলিভিশনের চিত্রগ্রাহক মোঃ মাসুমও আহত হয়েছেন। তাঁরা দুজন ঘটনার দিন পেশাগত দায়িত্ব পালনে বংশাল মোড়ে স্থানীয় বিএনপির কার্যালয়ের সামনে ছিলেন। তখন সেখানে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটলে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে থাকে।[১৫]

১৮. মত প্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেউ কোন মন্তব্য করলেই মানহানির মামলা বা নির্বতনমূলক আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধিত ২০১৩) এর আওতায় এনে বিচার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিরোধীদলীয় নেত্রীর বিরুদ্ধে একই ধরনের আচরণ করলেও এই ক্ষেত্রে সরকার নীরব থাকছে। সুতরাং এই আইনটি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবার এর ওপর মন্তব্য করার কারণে ব্যবহৃত হচ্ছে। *অধিকার* মনে করে জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম শর্ত; যদিও বর্তমান সরকার তা দমন করছে।

১৯. গত ৮ অক্টোবর বাংলাদেশ জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক একেএম ওয়াহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ফেসবুকের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগ এনে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেন। গত ১১ অক্টোবর তিনি হাইকোর্ট বিভাগ থেকে এক মাসের জামিন পান। পরবর্তীতে গত ৬ নভেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ওই সহকারী অধ্যাপক মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে আত্মসমর্পন করে জামিন চাইলে আদালত তাঁর জামিন নাকচ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গত ৭ নভেম্বর ফৌজদারি মামলার দায়ে গ্রেপ্তার এবং কারাগারে সোপর্দ হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) সংবিধি-৮ এর ১০(৪) ধারা মোতাবেক একেএম ওয়াহিদুজ্জামানকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে।[১৬] এরপর গত ২৪ নভেম্বর হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ

[১৩] প্রথম আলো, ২৬/১১/২০১৩
[১৪] আমাদের সময়, ৬/১১/২০১৩
[১৫] প্রথম আলো, ১০/১১/২০১৩
[১৬] যুগান্তর, ০৮/১১/২০১৩

শওকত হোসেন এবং বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন এর একটি বেঞ্চে জামিন আবেদন করলে ওই বেঞ্চ তাঁর তিন মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন।[১৭]

২০. গত ১০ নভেম্বর ফেসবুকে শেখ মুজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে 'অশ্লীল' ছবি প্রকাশ, শেয়ার এবং ট্যাগ করার অভিযোগে মোহাম্মদ নুরনবী সুজন (৩২) কে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫৭ ধারায়[১৮] তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সুজন 'ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অফ মুসলিম' প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু র‍্যাবের অভিযোগ সুজন একজন ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মী।[১৯]

২১. *অধিকার* সংবাদ কর্মীদের ওপর আক্রমণের নিন্দা, বিরোধীদলীয় সমস্ত বন্ধ মিডিয়া অবিলম্বে খুলে দেয়া, আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এর মুক্তি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার দাবী জানাচ্ছে।

পক্ষপাতিত্বমূলক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (সংশোধন ২০১৩) পাস

২২. গত ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল ২০১৩ সরকারি দলের সংসদ সদস্য মতিয়া চৌধুরী উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এরপর সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিবাদ সত্ত্বেও গত ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি এই বিলে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করলে তা আইনে পরিণত হয়। সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই আইনে সরকারি কর্মকর্তা, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা করতে সরকারের পূর্ব অনুমোদন লাগবে এমন বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে নতুন করে ৩২(ক) ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৭ ধারা[২০] আবশ্যিভাবে পালন করতে হবে। ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কোন আদালত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত আমলে নিতে পারবে না, এমনকি কোন আদালতে মামলার বিচার হবে তা সরকার নির্ধারণ করে দেবে। নতুন এই আইনের কারণে দুদক স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারালো। *অধিকার* মনে করে এই বিধানের অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ 'সুবিধা' দিয়ে সংশোধিত দুদক আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কেন বাতিল ও সংবিধানবহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে সরকারের কাছে তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ। একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি এবিএম আলতাফ হোসেনের বেঞ্চ ২৫ নভেম্বর এই রুল জারি করেন।[২১]

---

[১৭] ঢাকা ট্রিবিউন, ২৫/১১/২০১৩

[১৮] ইলেক্ট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড প্রসংগে বলা আছে।

[১৯] যুগান্তর, ১২/১১/২০১৩

[২০] ১৯৭ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ কোন আদালত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত আমলে নিতে পারবে না, এমনকি কোন আদালতে মামলার বিচার হবে তা সরকার নির্ধারণ করে দেবে।

[২১] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬/১১/২০১৩

২৩. *অধিকার* এই আইনের বৈষম্যমূলক ধারা ৩২(ক) অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানাচ্ছে। এই নতুন বিধানের ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে উৎসাহিত করা হবে এবং নতুনভাবে দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে জায়গা করে দেয়া হবে।

নির্যাতনে মৃত্যু

২৪. গত ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারিদলের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২৫. গত ১৩ নভেম্বর ভোরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার তেকালা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) মাসুদুর রহমান চর প্রাগপুর গ্রামের জাকির সাদিক (২২) নামের এক যুবককে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে মারতে মারতে দৌলতপুর থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ঐ দিনই আনুমানিক রাত ১১.০০ টায় দৌলতপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাকির সাদিকের মৃত্যু হয়। সাদিকের পরিবারের অভিযোগ দৌলতপুর থানা হেফাজতে পুলিশ সুস্থ জাকিরকে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ময়না তদন্তের সময় নিহতের শরীরে বেশকিছু জখমজনিত ক্ষত দেখতে পান বলে নিশ্চিত করেন।[২২]

২৬. *অধিকার* মনে করে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। নির্যাতনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং তাদের দ্বারা নির্যাতনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন

২৭. নভেম্বর মাসে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাঁচ টি মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছে, ১৯ টি প্রতিমা ভাংচুর ও ৭৩ টি ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

২৮. গত ২ নভেম্বর পাবনার সাঁথিয়া উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার সময়ে ৪টি মন্দির এবং ৪০টি বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বনগ্রাম গ্রামে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী পিঞ্চু মিয়া, কার্তিক সাহা এবং অরবিন্দ জানান, গত ২ নভেম্বর সকাল ১১টার দিকে ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহবায়ক জাকির হোসেন, ছাত্রলীগ কর্মী কাওসার হাবিব সুইট, কালাম মহুরীর ছেলে মানিক, মতিয়ার রহমানের ছেলে খোকনসহ স্থানীয় ১০/১২ জন যুবক ফেসবুক থেকে একটি পাতার কপি প্রিন্ট করে বনগ্রাম বাজারে ছড়িয়ে দেয় এবং প্রচার করে যে, সাঁথিয়া উপজেলার বনগ্রামের বাবলু সাহার ছেলে মিয়াপুর স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেনীর ছাত্র রাজিব সাহা (১৫) তার ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছে। এই ঘটনার জের ধরে বনগ্রামে অবস্থিত রাজিব সাহার বাবা বাবলু সাহার বাড়িতে ভাংচুর ও

[২২] মানবাধিকার কর্মী, অধিকার, কুষ্টিয়া।

অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরবর্তিতে বনগ্রামে অবস্থিত ৪টি মন্দির এবং ৪০টি বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় পুলিশ নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে।[২৩] এদিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুকে। প্রতিমন্ত্রীর প্রশ্রয়ে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে এই দলদুটি অভিযোগ করেছে।[২৪] "সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী নাগরিক সমাজ" নামের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিরোধী একটি সংগঠন ১৫ নভেম্বর ২০১৩ সাথিয়া পরিদর্শন করে এবং একটি সভায় তাদের পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন তুলে ধরেন। সেখানে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, তাঁরা স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন রামুর ঘটে যাওয়ার ঘটনার মতই এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা গুলোতেও বিভিন্ন স্বার্থান্বেস্বী মহলের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের লোকদের উপস্থিতি রয়েছে।[২৫] অপরদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উল্লেখ করেছে যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর এমন হামলার ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রশ্রয়ে একদল গুন্ডা জড়িত, যারা প্রায়ই ঐ এলাকায় চাঁদাবাজির জন্য সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে টাকা দাবি করে। সাঁথিয়ায় অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রতিনিয়তই এই চাঁদা পরিশোধ করতে হতো। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এই ঘটনায় প্রশাসনকে দায়ী করেছে।[২৬]

২৯. গত ৪ নভেম্বের লালমনিরহাট জেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের সাতপত্তি মাঝিপাড়া গ্রামে অবস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪০টি পরিবারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, মাঝিপাড়া গ্রামে বহুদিন ধরে জেলেরা বসবাস করে আসছেন। ঘটনার আগের দিন গত ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় ছাত্রদল কর্মী শাওন ইসলাম তার দলবলসহ ১৫টি মৎস্য বিক্রেতা হিন্দু পরিবারের প্রত্যেকের কাছ থেকে হরতালের খরচ তুলতে পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করে। গ্রামবাসী এই চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ছাত্রদল কর্মীরা ৪০টি পরিবারের ওপর আক্রমণ করে, তাদের বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। এ ঘটনায় ১৫ জন আহত হন। ঘটনায় আতংকে থাকা হিন্দু পরিবারগুলো আশেপাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।[২৭] এ ঘটনায় ১১১ জনকে অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[২৮]

৩০. *অধিকার* অবিলম্বে সরকারকে ধর্মীয় ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে ও তাঁদের উপাসনালয়গুলো রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতারও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও বাড়িঘর পোড়ানোর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে।

---

[২৩] মানবাধিকার কর্মী, অধিকার
[২৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১০/১১/২০১৩
[২৫] দি নিউ এজ, ৩০/১১/২০১৩
[২৬] দি নিউ এজ, ২০/১১/২০১৩
[২৭] নিউ এজ, ৫/১১/২০১৩
[২৮] ঢাকা ট্রিবিউন, ১১/১১/২০১৩

তৈরি পোশাক শিল্প এবং শ্রমিকদের অবস্থা

৩১. তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৩৫ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন যার ৮০ ভাগই নারী শ্রমিক।[২৯] এই শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। অথচ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা চরম বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া আগুনে পুড়ে, ভবন ধসে ভয়াবহ গণমৃত্যুর ঘটনারও সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা।

৩২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভের সময় দুই জন নিহত, ৭৩০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এই সময়ে ৯৮ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

৩৩. শ্রমিক পক্ষের দাবিকৃত নূন্যতম মজুরি ৮ হাজার ১১৪ টাকার পরিবর্তে গত ৩১ অক্টোবর মালিকপক্ষ ৪ হাজার ২৫০ টাকার নতুন প্রস্তাব এনেছিল। শ্রমিকপক্ষ থেকে এ প্রস্তাব জোরালোভাবে প্রত্যাখান করায় সমঝোতার জন্য বোর্ডের নিরপেক্ষ সদস্য মোঃ কামাল উদ্দিন ৫ হাজার টাকার একটি বিকল্প প্রস্তাব দেন। এই সময় কোনরকম সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য গঠিত নূন্যতম মজুরি বোর্ডের অষ্টম সভা সমাপ্ত হয়।[৩০] পরবর্তীতে গত ১৩ নভেম্বর মালিকপক্ষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে মজুরি বোর্ড কর্তৃক ৪ নভেম্বর নূন্যতম মজুরির খসড়ায় ৫ হাজার ৩০০ টাকা মজুরি মেনে নেয় গার্মেন্টস মালিকরা।[৩১] এদিকে শ্রমিকপক্ষের একদল সদস্য মজুরি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নূন্যতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা নভেম্বর মাস থেকেই বাস্তবায়ন ও আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন ও বিক্ষোভ শুরু করেন। অপরদিকে অন্য এক দল সদস্য এই মজুরি প্রত্যাখান করে ৮ হাজার ১১৪ টাকা নূন্যতম মজুরির দাবিতে বিক্ষোভ করতে থাকেন।

৩৪. গত ৩ নভেম্বর গাজীপুরের কালিয়াকৈরের চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করে নূন্যতম মজুরি ৮ হাজার ১১৪ টাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ করে। এই সময় শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। বিক্ষোভকালে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০জন আহত হন বলে জানা যায়।[৩২]

৩৫. গত ১৮ নভেম্বর নূন্যতম মজুরি ৮ হাজার ১১৪ টাকা নির্ধারনের দাবিতে এবং উৎপাদিত মালের পিস রেট (উৎপাদন মজুরি) বৃদ্ধির দাবিতে গাজীপুরের কাশিমপুর ও কোনাবাড়ি এলাকার কারখানা শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। এই সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হলে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ছোঁড়ে। শ্রমিকরাও পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ ঘটনায় ১০ জন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ অর্ধশতাধিক আহত হন। আহত শ্রমিক বাদশা মিয়া ও রুমা আখতারকে সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।[৩৩]

৩৬. গত ২৮ নভেম্বর শ্রমিক নিহত হওয়ার গুজবে গাজীপুরের কোনাবাড়ী জরুন এলাকার স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের পোশাক কারখানার নয়তলা ভবন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে একদল দুর্বৃত্ত। এ ঘটনায় কয়েকশ কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। ঘটনার আগে, দুজন পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন বলে মাইকিং

[২৯] সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
[৩০] প্রথম আলো, ০১/১১/২০১৩
[৩১] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪/১১/২০১৩
[৩২] যুগান্তর, ০৪/১১/২০১৩
[৩৩] ইত্তেফাক, ১৯/১১/২০১৩

করে গুজব ছড়ানো হলে, উত্তেজিত শত শত বহিরাগত ব্যক্তি পোশাক কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন যাতে নেভানো না যায়, সে জন্য সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের আসতে বাধা দেয়া হয়। পুলিশ এসে হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে।[৩৪] এ ঘটনায় পোশাক কারখানার চরম ক্ষতিগ্রস্ততার পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২৭,০০০ শ্রমিকের জীবনধারণ ও রুটি-রুজিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৩৫]

৩৭. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ এই কারখানাগুলোর শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছেন। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরি সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো ঘটছে। *অধিকার* পোশাক শিল্প কারখানাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে, যাতে একদিকে শ্রমিকদের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পকেও বাঁচিয়ে রাখা যায়। *অধিকার* অবিলম্বে সরকারকে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন বেতন কাঠামো শ্রমিকদের জানানোর জন্য দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩৮. ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

৩৯. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসেও বিএসএফ পাঁচ জন বাংলাদেশীকে আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বিএসএফ গুলিতে তিন জন ও দুই জনকে পিটিয়ে আহত করে। এই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ছয় জন।

৪০. *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে দুই দেশের মধ্যেকার সমঝোতা এবং আর্ন্তজাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের প্রায়ই দেখা মাত্র গুলি করছে এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এই দেশের নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪১. নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেই চলেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে সহিংসতা বেড়েই চলেছে; ফলে আইনের সঠিক, নিরপেক্ষ ও দ্রুত প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

[৩৪] প্রথম আলো, ২৯/১১/২০১৩
[৩৫] নিউ এজ, ১/১২/২০১৩

ধর্ষণ

৪২.নভেম্বর মাসে মোট ৩০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে নয় জন নারী, ২১ জন মেয়ে শিশু। উল্লেখিত নয় জন নারীর মধ্যে তিন জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং সাত জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২১ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে চার জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

যৌন হয়রানী

৪৩.নভেম্বর মাসে মোট ১৬ জন নারী ও শিশু বখাটে কর্তৃক যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন এক জন নারী। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ১০ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৪৪.নভেম্বর মাসে ১৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১০ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়কালে যৌতুকের কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এক জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।

পরিসংখ্যান: ১-৩০ নভেম্বর ২০১৩*													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৫	৭	৫	৫	৪	৫	৯	৭	৩	৩	৩	৫৬
	নির্যাতন মৃত্যু	০	১	০	০	৩	৩	০	১	২	০	১	১১
	গুলিতে নিহত	২	৭২	৪৭	২	৬৩	১	০	২	০	১২	৭	২০৮
	পিটিয়ে হত্যা	২	১	০	০	০	১	০	০	০	০	১	৫
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	০	১
	মোট	৯	৮১	৫২	৮	৭০	১০	৯	১০	৫	১৫	১২	২৮১
নির্যাতন (জীবিত)		৫	৩	৩	২	০	০	২	০	০	১	২	১৮
গুম		২	১	১	৮	৪	২	০	০	০	৩	৪	২৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৫	১	২	১	৩	৩	৩	৫	২	২	০	২৭
	বাংলাদেশী আহত	১৬	৭	৬	৪	১০	১০	৩	৩	৩	১১	৫	৭৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	১২	৩	১৬	১২	১০	৭	১২	১৩	১৬	১৫	৬	১২২
জেল হেফাজতে মৃত্যু		৩	৬	৬	২	১২	৩	৭	৭	২	৪	৫	৫৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	আহত	২০	১৮	২১	১৭	১৩	৫	৯	৪	০	১৫	২০	১৪২
	হুমকির সম্মুখীন	২	৩	৭	৯	০	৩	১	৩	০	১	৩	৩২
	আক্রমণ	০	৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭
	লাঞ্ছিত	১	৫	৪	২০	০	০	০	০	২	৩	২	৩৭
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	১৮	৮৬	৭৬	২৬	৪৬	৯	৩১	৮	১২	২৭	৫২	৩৯১
	আহত	১৬৪৩	২৭৭২	৩০৫৫	১৪৫০	৯৪৮	৮৬২	১২৭৮	৮৬৪	১০৫৬	৩৪৩৩	৪২১৩	২১৫৭৪
এসিড সহিংসতা		৫	৩	২	৪	১	৩	৩	১০	১৬	১	৩	৫১
যৌতুক সহিংসতা		৩৭	৪২	৫৪	৬৪	৪৬	৫৩	১৮	২০	৫৬	১৬	১৬	৪২২
ধর্ষণ		১০৯	৯৩	১১৫	১১১	৪৩	৭৯	৬১	৬৬	৫৭	২৫	৩০	৭৮৯
যৌন হয়রানীর শিকার		৪৪	৩১	৫১	৪৬	১১	৩৩	২৬	১৪	৩৬	৩৫	১৬	৩৪৩
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি		৯	১০	৪	২	০	২	২	৪	৪	১৩	৩	৫৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৭	৮	১০	৬	৯	১১	১২	১৯	৮	১৩	৭	১২০
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	৮	০	০	১১২৯	১	১	০	১	০	৩	২	১১৪৫
	আহত	২৩৫	১৭৮	৭৫	২৬৮৩	৩৬১	২৬৭	৯৮	১৪৫	৫২৮	২৬৬	৭৩০	৫৫৬৬

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. চলমান সংকট নিরসনের লক্ষ্যে দ্রুত রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসন না হলে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, যার প্রধান দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। অপরদিকে বিরোধীদলকে সংযত ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি না হয়। নির্বাচন কমিশনকে সব দলের অংশগ্রহনের ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

২. বিরোধীদলীয় টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যম বন্ধের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করা যাবেনা।

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০১৩) এবং বৈষম্যমূলক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন (সংশোধন ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৪. সরকারকে নির্যাতন প্রতিরোধে অপশোনাল প্রটোকল টু দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার (অপক্যাট) অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

৫. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ও এর নিয়মিত মহড়া উন্নত করতে হবে এবং শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে। তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিত সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে। এই শিল্পকে আগুন দিয়ে যে সকল দুর্বৃত্তরা ধংস করার চেষ্ঠা করছে তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং এই ব্যপারে সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।